কল্যাণ-কলিকা।

(শিশু-সংস্করণ)

—— :*: ——

কলিকাতা "কমলকুঞ্জ ভাগবতধর্ম্মসভার" আচার্য্য ও "ভাগবত-কুসুমাঞ্জলি", "স্তুতিকুসুমাঞ্জলি" "জ্ঞানকুসুমাঞ্জলি" "গার্হস্থ্যগীতা" প্রভৃতি বহু ধর্ম্ম ও নীতিগ্রন্থ প্রণেতা

রায় বাহাদুর পণ্ডিত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা

"কমলকুঞ্জ" ১১ নম্বর পটুয়াটোলা লেন হইতে

শ্রীজিতেন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আষাঢ় ১৩৪০

ভূমিকা।

—:*:—

"কল্যাণ-কলিকা" মূল গ্রন্থে আমার রচিত এক হাজার পাঁচটী উপদেশপূর্ণ কবিতা আছে। সুকুমারমতি শিশুগণের পক্ষে তাহার সমস্ত উপদেশগুলি স্মরণ রাখা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া সেগুলি হইতে তাহাদের উপযোগী একশত পঁয়ষট্টি কবিতা লইয়া এই "শিশু-সংস্করণ" সঙ্কলিত হইল। ইহার একটী উপদেশও যদি কোন শিশু চিরদিন স্মরণ রাখিয়া জীবন গঠন করিতে পারে, তাহা হইলে সে যে অশেষ কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিশুগণের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

গ্রন্থকার।

কল্যাণ-কলিকা।

(শিশু-সংস্করণ)

---

(১)

সর্ব্বজীবে বিদ্যমান ভাবি ভগবানে,
সবারে বাসিবে ভাল সদা মনে প্রাণে।

(২)

বাসনার বশে দুঃখ বাড়ে অবিরত,
বাসনা কমাবে যত সুখী হবে তত।

(৩)

ছোট হোক বড় হোক যে কাজ পাইবে,
প্রাণপণ-প্রযতনে তখনি করিবে।

(৪)

সর্ব্বকার্য্যে ধৈর্য্য ধর সুফল ফলিবে,
অধীর হইলে কার্য্য বিফল হইবে।

(৫)

আশা পুষে থাক সিদ্ধি লভিবে নিশ্চয়,
হতাশ হইলে কোন কার্য্য নাহি হয়।

(৬)

যা' তা' ক'রে কোন কাজ কভু না করিবে,
প্রাণ ঢেলে করিবে যা' করিতে হইবে।

(৭)

যা' কর সকলি জেন' ঈশ্বরের কাজ,
ছোট কাজ ব'লে মনে না করিও লাজ।

(৮)

না করিও সুখ-আশা কিংবা দুঃখভয়,
সুখ দুঃখ আসে যায় হইলে সময়।

(৯)

থাকিলেও ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি বল,
মন যদি নীচ হয় সকলি বিফল।

(১০)

সহিবে সকল দুঃখ হাসিভরা মুখে,
বিধি-পাদপদ্ম হৃদে ধরি থাক সুখে।

(১১)

সতত করিবে যত্ন তুষিতে সকলে,
ভগবান্ তুষ্ট হন সবে তুষ্ট হ'লে।

(১২)

ঢাকিও না কভু নিজ দোষ কিংবা ভ্রম,
পরিণাম জেন' তার বড়ই বিষম।

(১৩)

সময় গিয়াছে ভেবে কাজ না ছাড়িবে,
যখনি পাইবে কাজ তখনি করিবে।

(১৪)

যখন যা' ঘটে জেন' সকলি মঙ্গল,
মঙ্গলময়ের রাজ্যে নাহি অমঙ্গল।

(১৫)

চুপ ক'রে থাকা খুব সুবুদ্ধির কাজ,
না বুঝে কহিলে কথা পেতে হয় লাজ।

(১৬)

পরকে আনন্দ দিতে পারিবে যখন,
আনন্দের আস্বাদন পাইবে তখন।

(১৭)

ভ্রম-বশে যদি কোন মন্দ আচরণ,
ক'রে থাক কভু আর ক'র না কখন।

(১৮)

সাধু ইচ্ছা কর যদি হৃদয়ে পোষণ,
একদিন অবশ্যই হবে তা' পূরণ।

(১৯)

অসম্ভব কিছু নাই মানব-জীবনে,
অসাধ্য সাধন হয় সাধিলে যতনে।

(২০)

জীবনের দুঃখ ক্লেশ বিপদের রাশি,
বুকে ক'রে ঠেলে ফেলে চ'লে চল হাসি।

(২১)

ত্বরা বা বিলম্ব কোন কার্য্যে না করিবে,
দু'য়েতেই কার্য্যহানি হয় তা' জানিবে।

(২২)

কার্য্যে হোক বাক্যে হোক অথবা চিন্তনে,
সাধিবে সবার হিত সতত যতনে।

(২৩)

সৌজন্যে মধুর বাক্যে কিছু নাহি ব্যয়,
যাতে সারা বসুন্ধরা বশীভূত হয়।

(২৪)

সুখ-শান্তি না পাইবে বিলাস-বিভ্রমে,
আনন্দের আস্বাদন পাবে পরিশ্রমে।

(২৫)

সতত করিবে যত্ন তুষিতে সবারে,
তা' যদি না পার রুষ্ট ক'র না কাহারে।

(২৬)

সেই ত সম্মান লভে সকলের কাছে,
রাখিতে নিজের মান জ্ঞান যার আছে।

(২৭)

না থাকুক ধন যদি ঋণ নাহি থাকে,
এ জগতে যথার্থই ধনী বলি তাকে।

(২৮)

যদি চাও শান্তিময় সুখের জীবন,
সদা ক'র সবাকার কল্যাণ সাধন।

(২৯)

মহান্ সমান মান পায় সর্ব্বস্থলে,
মাণিক্যের মূল্য নাহি কমে পদতলে।

(৩০)

সকল জীবের প্রতি করুণা করিলে,
করুণাময়ের কৃপা জেন' তবে মিলে।

(৩১)

লভিতে না পারিলেও উৎকর্ষ চরম,
যতটুকু পার ক'র যতন উদ্যম।

(৩২)

সকল ধনের সার জ্ঞান মহাধন,
যত পার সর্ব্বজনে ক'র বিতরণ।

(৩৩)

বিধি যা' না দিয়াছেন কভু তার তরে,
কাতর হ'ওনা দুঃখ ক'রনা অন্তরে।

(৩৪)

সঙ্গদোষে মানবের সর্ব্বগুণ নাশে,
ভাল যদি চাও থেক' সাধু-সহবাসে।

(৩৫)

সকল কার্য্যের সিদ্ধি নীরব সাধনে,
সাধনার সার তত্ত্ব রেখ' ইহা মনে।

(৩৬)

সুযোগের আশে ব'সে কখন' থেক'না,
যে থাকে বসিয়া তার কাছে তা' আসে না।

(৩৭)

উচ্চপদ পেলে সদা থেক' সাবধানে,
পতনের ভয় হ'লে ডেক' ভগবানে।

(৩৮)

প্রাণ ঢেলে ক'রে থাক যদি কোন কাজ,
সফল না হলে তাহা নাহি তব লাজ।

(৩৯)

জীবনের সুখ দুঃখ বিধির বিধান,
চিরস্থায়ী নহে কিছু রেখ' এই জ্ঞান।

(৪০)

বিপদের সনে যুদ্ধে করিওনা ভয়,
যুঝিলে দেখিবে জয় হইবে নিশ্চয়।

(৪১)

হাঁ ক'রে থেক'না ব'সে পরের আশায়,
সাধিবে আপন ইষ্ট আপন চেষ্টায়।

(৪২)

বিপদে পড়িলে কভু হ'ওনা কাতর,
আছেন বিপদ হারী তোমারি ভিতর।

(৪৩)

চির-দারিদ্র্যেও যদি যাপ এ জীবন,
ধর্ম্মপথ-চ্যুত তবু হ'ও না কখন।

(৪৪)

ভাল মন্দ যাহা ঘটে ভাগ্যে মানবের,
সকলি জানিবে ইচ্ছা মঙ্গলময়ের।

(৪৫)

কর যদি সময়ের শুভ ব্যবহার,
সময় সাধিবে শুভ-সমৃদ্ধি তোমার।

(৪৬)

কেহ যদি করে কোন অনিষ্ট তোমার,
অগ্রাহ্য করাই জেন' প্রতিশোধ তার।

(৪৭)

যে যা' করে করুক তা' দেখ'না ভেব'না,
সাধু কার্য্য সাধু চিন্তা তোমার সাধনা।

(৪৮)

ভাগ্যবলে যদি কভু হও ধনবান্,
দেখ' যেন প্রাণে নাহি আসে অভিমান।

(৪৯)

দোষ যদি ক'রে থাক করিবে স্বীকার,
দোষের লাঘব তা'তে হইবে তোমার।

(৫০)

ক'রনা করুণা ভিক্ষা কার' কাছে ভবে,
করুণাময়ের কৃপা পাবে জেন' তবে।

(৫১)

মনে মুখে এক হ'লে তবেই জানিবে,
জগতে সবার কাছে সম্মান পাইবে।

(৫২)

নিত্য শত শত সাধু সঙ্কল্প করিয়া,
বসিয়া থেক'না শুধু গালে হাত দিয়া।

(৫৩)

বেশী আশা করিও না বেশী দুঃখ পাবে,
সদা তুষ্ট থেক' দিন বেশ সুখে যাবে।

(৫৪)

সাধু ইচ্ছা শীঘ্র কার্য্যে ক'র পরিণত,
রেখ' না করিবে ব'লে অবসর-মত।

(৫৫)

কোন দোষ দেখে ঘৃণা ক'র না কাহাকে,
দেখ' যেন সেই দোষ তোমার না থাকে।

(৫৬)

সতত সাধিবে শুভ সর্ব্ব জগতের,
মাতিও না শুধু স্বার্থ-সাধনে নিজের।

(৫৭)

সহিতে নারিবে যবে দুঃখ কষ্ট আর,
বিধিপদে ভিক্ষা ক'র শক্তি সহিবার।

(৫৮)

বাক্যে পরিচ্ছদে ভাল মন্দ নাহি হয়,
ব্যবহারে মানবের পাবে পরিচয়।

(৫৯)

শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যে যাহা করিবে,
তাকে তার ফল ভোগ করিতে হইবে।

(৬০)

ভুলিলে দুঃখের স্মৃতি দুঃখ নাহি থাকে,
সতত যে ভাবে দুঃখ চেপে ধরে তাকে।

(৬১)

যদি কেহ কভু তব করে উপকার,
ভুল'না তা' দেহে প্রাণ থাকিতে তোমার।

(৬২)

অতীত জীবন ভাল না হোক তোমার,
চেষ্টা কর হ'তে পার ভাল এইবার।

(৬৩)

যত পার বৃদ্ধি কর গুণ আপনার,
তা' হ'লে সবাই পূজা করিবে তোমার।

(৬৪)

মহাবিপদেও কভু না করিও ভয়,
ধৈর্য্য ধরি সহ্য কর হবে সুসময়।

(৬৫)

চির-কল্যাণের পথে চলিতে চলিতে,
শতবার হয় জেন' পড়িতে উঠিতে।

(৬৬)

প্রাণ দিয়া যেবা করে পর-উপকার,
মানব-জগতে ধন্য জীবন তাহার।

(৬৭)

যে করে সুখের আশা সেই দুঃখে মরে,
নীরবে সহিলে দুঃখ সুখী হয় পরে।

(৬৮)

বড় হ'তে হ'লে আগে ছোট হ'তে হয়,
এই সার সত্য মনে জানিও নিশ্চয়।

(৬৯)

শুভ ইচ্ছা হয় যার ভাল হইবার,
জগতে সবাই হয় সহায় তাহার।

(৭০)

শুভ চিন্তা কর যদি তুমি অপরের,
দেখিবে হইবে শুভ তোমার নিজের।

(৭১)

হাসিমুখে সব দুঃখ সহিতে যে পারে,
এ জগতে যথার্থই বীর বলি তারে।

(৭২)

দেখালে পরের দোষ ঢাকে না নিজের,
ধরা পড়ে শুধু তা'তে মূর্খতা নীচের।

(৭৩)

যতই করিবে ব্যয় জগতের হিতে,
ততই তোমার ধন থাকিবে বাড়িতে।

(৭৪)

সুখ দুঃখ দেন বিধি পরীক্ষা করিতে,
ধৈর্য্য ধ'রে পারে নর কতটা সহিতে।

(৭৫)

মনে যে ভাবিছে এক মুখে বলে আর,
জীবনে কখন' সঙ্গ কর'না তাহার।

(৭৬)

আজীবন শুভ কার্য্য সতত সাধিবে,
যশোগৌরবের দিকে লক্ষ্য না রাখিবে।

(৭৭)

দেখ' যেন নিজ স্বার্থ করিতে সাধন,
অপরের অপকার কর'না কখন।

(৭৮)

বড় যদি হ'তে চাও বড় কর মন,
বড় কেহ নাহি হয় থাকিলেই ধন।

(৭৯)

বিপদে সম্পদে ধৈর্য্য ধরিতে যে পারে,
তার চেয়ে সুখী আর নাহি এ সংসারে।

(৮০)

অপরের প্রাণে ব্যথা দিতে সবে পারে,
ধন্য সে যে দিতে পারে আনন্দ সবারে।

(৮১)

যত বৃদ্ধি পায় নিজ গুণ মানবের,
তত সে দেখিতে পায় গুণ অপরের।

(৮২)

সাধুতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ মূলধন,
যে ধন থাকিলে কেনা যায় ত্রিভুবন।

(৮৩)

ছুটিলে সুখের আশে সুখ নাহি মিলে,
সুখী হয় নর সুখ ভুলিয়া থাকিলে।

(৮৪)

নীচ উচ্চ পদ পেলে তবু নীচ রয়,
রাজার মুকুটে কাচ হীরক না হয়।

(৮৫)

কার' মুখ চেয়ে কাল দাঁড়ায়ে না রয়,
কাজ থাকে তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হয়।

(৮৬)

চিকিৎসা করিলে রোগ সেরে যেতে পারে,
স্বভাব হইলে মন্দ কিছুতে না সারে।

(৮৭)

সমৃদ্ধি সম্পদ্ সব তারি কাছে যায়,
সন্তুষ্ট যে থাকে সদা সর্ব্ব অবস্থায়।

(৮৮)

ধন মান পদ পেলে গর্ব্ব হয় যার,
নিশ্চয় সে যোগ্য নয় সে সব পাবার।

(৮৯)

কোন কার্য্যে আন্তরিক চেষ্টা নাহি যার,
ঈশ্বর না হন কভু সহায় তাহার।

(৯০)

ঈশ্বর যা' দেন তার শুভ ব্যবহার,
যে না করে অপরাধী হয় পদে তাঁর।

(৯১)

হউক সে দীন হীন ভিখারী পথের,
প্রাণ বড় হ'লে পূজ্য হয় সকলের।

(৯২)

বড় কাজ করিলেই বড় নাহি হয়,
বড় মন মানবের বড় পরিচয়।

(৯৩)

সকল জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ সেই এই ভবে,
যে জানে তাহার চেয়ে জ্ঞানবান্ সবে।

(৯৪)

তুচ্ছ ত্রুটি কার্য্য নাশে অগ্রাহ্য করিলে,
জাহাজ ডুবিবে ক্ষুদ্র ছিদ্র না সারিলে।

(৯৫)

ছায়ায় বাঁচেনা গাছ রৌদ্রতাপ চাই,
ক্রমান্বয়ে আসে যায় সুখ দুঃখ তাই।

(৯৬)

যত বড় হোক নর তার' বড় আছে,
তাল তরু তৃণসম পর্ব্বতের কাছে।

(৯৭)

সাধনার পথে কাঁটা আছে পায় পায়,
চাপিয়া চলিলে ক্রমে কাঁটা ব'সে যায়।

(৯৮)

কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হ'লে শতবার,
দ্বিগুণ উৎসাহে হয় করিতে আবার।

(৯৯)

সামান্য যা' আছে যার তা'তেই তাহার,
সতত সন্তুষ্ট থাকা ঐশ্বর্য্যের সার।

(১০০)

বাহ্য আড়ম্বরে যেবা পেতে চায় মান,
তার মত নাহি আর অভাগা অজ্ঞান।

(১০১)

জানে যেবা জীবনের শুভ ব্যবহার,
সুখ-শান্তিময় হয় জীবন তাহার।

(১০২)

মাথা নোয়াইলে কেহ নীচু নাহি হয়,
বিনয়ে উন্নত প্রাণ দেয় পরিচয়।

(১০৩)

মহান্ যে হয় দেখে সবারে মহান্,
যে তাহার কাছে যায় করে সে সম্মান।

(১০৪)

মানবের সুখ-দুঃখ ধূলিকণাসম,
ঝাড়িলে উড়িয়া যায় জড়ালে বিষম।

(১০৫)

গুণের বড়াই করে সবাই আপন,
সাধু সে নিজের গুণ যে করে গোপন।

(১০৬)

প্রবল আঘাত সহে কোমল হৃদয়,
পিশিয়া গেলেও কভু চূর্ণ নাহি হয়।

(১০৭)

বড়কে সবাই ভবে বড় ক'রে মানে,
বড় সে ছোটকে বড় ভাবিতে যে জানে।

(১০৮)

মান নাহি যার সেই করে অভিমান,
নিজেকে যে জ্ঞানী ভাবে সে বড় অজ্ঞান।

(১০৯)

ধন দিয়ে মান কেহ কিনিতে না পারে,
গুণ আছে যার লোকে মান্য করে তারে।

(১১০)

কে কেমন লোক তাহা করিতে বিচার,
নিজেকে ভাবিবে আগে অবস্থায় তার।

(১১১)

নিজের পায়ের ভরে দাঁড়াতে যে পারে,
তার পায়ে লুটে সবে এ তিন সংসারে।

(১১২)

সার্থক জনম তার যেবা এ জীবনে,
কখন' কা'রেও ব্যথা দেয় নাই মনে।

(১১৩)

ভবিষ্যের ভাবনা বা অতীত বেদন,
যারে না ব্যথিত করে ধন্য সেই জন।

(১১৪)

হৃদয় সন্তোষপূর্ণ মুখে হাসি যার,
দরিদ্র সে হইলেও পূজ্য দেবতার।

(১১৫)

হারালে সর্ব্বস্ব তবু কিছু নাহি যায়,
থাকে যদি মানবের সম্মান বজায়।

(১১৬)

জ্ঞান যত বাড়ে নর ক্রমে বুঝে তত,
শিখিবার আর' তার বাকী আছে কত।

(১১৭)

মানুষ হইলে মত্ত ঐশ্বর্য্যের মদে,
গর্ব্ব তার খর্ব্ব হয় প্রতি পদে পদে।

(১১৮)

চির-দারিদ্র্যেও যে না সন্তোষ হারায়,
তাহার চরণধূলি ধরিও মাথায়।

(১১৯)

অবস্থা না হোক ভাল চরিত্রের বলে,
মানব সবার পূজ্য হয় ভূমণ্ডলে।

(১২০)

স্বভাবে চরিত্রে কার্য্যে বাক্যে ব্যবহারে,
সরল যে জন সাধু জানিবে তাহারে।

(১২১)

ধৈর্য্য ধ'রে নর যত কষ্ট সহ্য করে,
উঠে তত উন্নতির উচ্চতর স্তরে।

(১২২)

উদ্দেশ্য হইলে ব্যর্থ হ'ও না হতাশ,
করিও উদ্যম যত্ন যতক্ষণ শ্বাস।

(১২৩)

মিথ্যা কথা ব'লে দোষ ঢাকা নাহি যায়,
যত তালি দাও ছিদ্র ঢাকেনা তাহায়।

(১২৪)

পারে যে চোখের জল চোখে শুকাইতে,
দুঃখ কষ্ট নারে তারে ব্যথিত করিতে।

(১২৫)

পরশমণির স্পর্শে সব সোনা হয়,
সাধু-স্পর্শে হয় সবে পবিত্র-হৃদয়।

(১২৬)

দেখিলে পরের ভাল ঈর্ষা হয় যার,
ইহ-পরকালে ভাল না হয় তাহার।

(১২৭)

ধন্য সেই জন এই ভুবন-মাঝারে,
পর-উপকারে যেবা প্রাণ দিতে পারে।

(১২৮)

পরকে শিখালে নিজ জ্ঞান বৃদ্ধি হয়,
নতুবা যা' থাকে জ্ঞান ক্রমে হয় ক্ষয়।

(১২৯)

অন্তরে অনিষ্ট চিন্তা মুখে আত্মীয়তা,
তার চেয়ে ঢের ভাল প্রকাশ্যে শত্রুতা।

(১৩০)

ধন জন মান বল কি করিবে তার,
কিছুতে না হয় মন সন্তুষ্ট যাহার।

(১৩১)

তুচ্ছ বলি করিও না কিছু অনাদর,
অগ্নিকণা উপেক্ষিলে ভস্ম করে ঘর।

(১৩২)

ভাল যেবা হয় বাক্যে কার্য্যে কল্পনায়,
ভাগ্যদেবী সদা তারে খুঁজিয়া বেড়ায়।

(১৩৩)

সেটা হ'লে হ'ত ভাল এটা ভাল নয়,
এরূপ ভাবিলে কেহ সুখী নাহি হয়।

(১৩৪)

কোন পদার্থের মুল্য নির্দ্ধারিত নাই,
যখন যা' কাজে লাগে মহামূল্য তাই।

(১৩৫)

উন্মত্ত হইলে নর সম্পদ্-উল্লাসে,
বিপদ্ পশ্চাতে তার দাঁড়াইয়া হাসে।

(১৩৬)

সুযোগ না তার কাছে ফিরে আসে আর,
যেবা তারে প্রত্যাখ্যান করে একবার।

(১৩৭)

পরচ্ছিদ্র পেলে স্বার্থ যে করে সাধন,
তার চেয়ে নাহি আর নীচ অভাজন।

(১৩৮)

তার কাছে জেন' সুখ কভু নাহি যায়,
অপরে করিতে সুখী যে না কভু চায়।

(১৩৯)

মাটীর মানুষ যদি খাঁটী হয় প্রাণে,
ভয় করে সবে তারে দেবতারা মানে।

(১৪০)

যুঝিবার চেয়ে বল চাহি সহিবারে,
নীরবে যে সহে দুঃখ বীর বলি তারে।

(১৪১)

যা' নাই তাহার তরে সদা হা হা করে,
যা' আছে তা' নিয়ে নর জ্ব'লে পুড়ে মরে।

(১৪২)

যে যা' কাজ করে জেন' ভিতরে তাহার,
নিহিত রাখেন বিধি দণ্ড পুরস্কার।

(১৪৩)

নিকৃষ্ট সুখের আশা করিলে মানব,
আর না মানব থাকে হয় সে দানব।

(১৪৪)

বিলাসের তরে ব্যয় মূল্য মূর্খতার,
সেই দেয় বিন্দুমাত্র বুদ্ধি নাহি যার।

(১৪৫)

রোষানল দীপ্ত হ'লে নীরবে রহিবে,
ইন্ধন না পেলে অগ্নি আপনি নিবিবে।

(১৪৬)

উদ্দেশ্য দেখেন বিধি ফল দেখে নর,
স্মরণ রাখিয়া কার্য্য ক'র নিরন্তর।

(১৪৭)

চলেনা চাতুরী ছল বেশী দিন ভবে,
কে কেমন দু'দিনে তা' চিনে নেয় সবে।

(১৪৮)

শান্তি লভিবারে যদি সাধ থাকে চিতে,
রত থাক' পরহিত সতত সাধিতে।

(১৪৯)

একটী মুহূর্ত্ত যদি হয় বৃথা ব্যয়,
অনন্ত কালেও তাহা পূরণ না হয়।

(১৫০)

ভুক্তিতে যে চায় প্রাণে আনন্দ অপার,
সতত আনন্দ দিবে প্রাণে সবাকার।

(১৫১)

ভুল চুক্ মানবের সকলেরি হয়,
স্বীকার করিতে তাহা নাহি লজ্জা ভয়।

(১৫২)

ভুক্তিতে বিমল সুখ প্রাণে সাধ যার,
করিবে সে আগে নিজ প্রাণ পরিষ্কার।

(১৫৩)

স্বার্থ ভুলে সাধে যেবা পরের কল্যাণ,
তাহার উপর তুষ্ট হন ভগবান্।

(১৫৪)

যত দুঃখী হোক নর নিজের বিচারে,
তার' চেয়ে বেশী দুঃখী আছে এ সংসারে।

(১৫৫)

প্রকৃতি কাহার' ভ্রম ক্ষমা নাহি করে,
না জেনেও খেলে বিষ কচি ছেলে মরে।

(১৫৬)

ধূলা কাদা নাহি লাগে গগনের গায়,
মলিন না হয় সাধু লোকের নিন্দায়।

(১৫৭)

কেহ ভাবে ধন বড় কেহ ভাবে মান,
ধন মান কিছু নহে ধর্ম্মের সমান।

(১৫৮)

লুকাতে যতই চেষ্টা করুক না লোক,
হৃদয়ের ভাব তার ব'লে দেয় চোক।

(১৫৯)

রাজমুকুটেই রাখ অথবা কর্দ্দমে,
স্থানভেদে মাণিক্যের মূল্য নাহি কমে।

(১৬০)

কোন কাজে কার' মুখ চাহেনা যে জন,
তাহার সহায় হয় নিখিল ভুবন।

(১৬১)

নিজে না হইলে ভাল কেহই না পারে,
দেখিতে পরের ভাল এ তিন সংসারে।

(১৬২)

কিছুতে প্রাণের দৈন্য ঘুচে না যাহার,
কিবা ফল ত্রিলোকের আধিপত্যে তার।

(১৬৩)

শত ভ্রম করে যদি কেহ এ জীবনে,
ক্ষতি নাই মতি যদি থাকে সংশোধনে।

(১৬৪)

মঙ্গলময়ের রাজ্যে আছ যতক্ষণ,
সতত সবার ক'র মঙ্গল চিন্তন।

(১৬৫)

বিপদের একমাত্র পূর্ণ প্রতিকার,
প্রাণভরা নির্ভরতা পদে বিধাতার।